দৈনিক খবর

তারিখ 06 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

51

নতুন শিক্ষা বর্ষে ছাত্র ভর্তি সমস্যা

শিশুদের স্কুলে ভর্তি করা নিয়ে রাজধানীতে অভিভাবকরা প্রতি বছরের মত এবারও বেশ উৎকণ্ঠিত বলে জানা গেছে। এ সংক্রান্ত সদ্য প্রকাশিত এক রিপোর্টে এই মর্মে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে যে, রাজধানীর প্রথম সারির স্কুলগুলোতে 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' অবস্থা। কারণ, আবেদনকারী প্রার্থীর তুলনায় আসন সংখ্যা নাকি খুবই সীমিত। যার দরুন অভিভাবকদের এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে সন্তানদের স্কুলে ভর্তির আবেদনপত্র নিয়ে। সরকারী স্কুলগুলোতে আগামী ৯ই জানুয়ারী ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। ইতিমধ্যে রাজধানীর দু'টি প্রথম শ্রেণীর বেসরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এগুলো হচ্ছে হলিক্রস স্কুল এবং ভিকারুননেছা নূন স্কুল। জানা গেছে, ভিকারুননেছা নূন স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্যে তিনশ' আসনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কিন্তু ভর্তির জন্যে সেখানে আবেদনপত্র জমা পড়েছে প্রায় ৫ হাজার। উদয়ন বিদ্যালয় ও অগ্রণী গার্লস স্কুলসহ অন্যান্য প্রখ্যাত স্কুলের অবস্থাও নাকি ঠিক তাই। অর্থাৎ আসন সংখ্যার তুলনায় আবেদনকারী প্রার্থীর সংখ্যা অনেকবেশী।

দেখা যাচ্ছে, স্কুলে ভর্তি করার প্রশ্নে রাজধানীর অভিভাবকরা প্রতি বছর যে সমস্যার মুখোমুখি হন এবারও তাদের একই প্রকার সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে। এই দৃশ্য নতুন নয়। প্রতি বছরই শিক্ষা বর্ষের শুরুতে এই দৃশ্য চোখে পড়ে। রাজধানীর আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মত বহু কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও প্রাথমিক স্তরে ভর্তির সমস্যা যে তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। চলতি বছর এ সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করবে বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ, এ বছর নাকি কয়েকটি স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে অন্যান্য স্কুলের ওপর বাড়তি চাপ পড়েছে। এমতাবস্থায় স্কুলে ভর্তি করা নিয়ে অভিভাবকরা যে খুবই সমস্যার মধ্যে পড়বেন-- তাতে আর সন্দেহ কি।

শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে ভর্তি করা নিয়েই যে কেবল সমস্যার উদ্ভব হবে তা নয়। রাজধানীর বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে যে সমস্ত ছাত্র পাস করে বেরিয়ে এসে এখন উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে তাদের জন্যেও দেখা দেবে অভিন্ন সমস্যা। কেননা, প্রথম শ্রেণীর সরকারী ও বেসরকারী প্রায় সব স্কুলেই আসন সংখ্যা সীমিত এবং এও সত্য যে, সন্তানদের স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে প্রায় সকল অভিভাবকই প্রথম শ্রেণীর স্কুলগুলোকেই প্রথম বিবেচনায় স্থান দেন। ঐ সব স্কুলে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করানোর জন্যে তারা সাধ্যমত চেষ্টা করেন। এমনকি মোটা অংকের ডোনেশন দিয়ে হলেও অনেক অভিভাবক ভর্তি সমস্যার বিরাট বাধা অতিক্রমের চেষ্টা করেন। বেসরকারী কোন কোন স্কুলে ডোনেশন প্রথা চালুও আছে। ফলে বিত্তবানরা মোটা অংকের ডোনেশন দিয়ে সন্তানদের প্রখ্যাত স্কুলে ভর্তি করাতে সমর্থ হন। আবার প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যারা বিভিন্নভাবে প্রভাব খাটিয়ে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি সমস্যার একটা কিনারা করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, অধিকাংশ অভিভাবকেরই না আছে বিত্ত, না আছে কাজ বাগিয়ে নেয়ার মত প্রভাব-প্রতিপত্তি। এই শ্রেণীর অভিভাবকদেরই পড়তে হয় যত সমস্যায়। প্রখ্যাত স্কুলে সন্তানদের পড়ানোর শত আকাংখা থাকলেও সেই আকাংখা তাদের পূরণ হয় না। এমনকি ভর্তি পরীক্ষায় সন্তানদের সন্তোষজনক ফলাফল সত্ত্বেও কারচুপির কারণে তাদের অনেক সময় আশাহত হতে হয়।

অন্যদিকে রাজধানীর সর্বত্র কিন্ডারগার্টেন স্কুলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেলেও সরকারী প্রাথমিক স্কুলের অস্তিত্ব তেমন একটা দেখা যায় না। তাই বাধ্য হয়েই অভিভাবকদের শেষ পর্যন্ত ঐ কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শরণাপন্ন হতে হয় সন্তানদের ভর্তি করা নিয়ে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের লেখাপড়া খুবই ব্যয়বহুল। এসব স্কুলে বেতনের হার অত্যন্ত বেশী। যার দরুন এসব স্কুলে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করে অভিভাবকদের আর্থিক ঝামেলায় পড়তে হয়।

স্বাধীনতার পরে গত ২১ বছর সময়কালে রাজধানী ঢাকায় লোকসংখ্যা যে হারে বেড়েছে সেই হারে স্কুলের সংখ্যা মোটেই বাড়েনি। বিগত বছরগুলোতে কিন্ডারগার্টেন, প্রি-ক্যাডেট স্কুল প্রভৃতি নামে রাজধানীতে বেশ কিছুসংখ্যক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলেও সেগুলো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে না এসে স্বল্পসংখ্যক বিত্তবান লোকদেরই কল্যাণে এসেছে। রাজধানী ঢাকায় সীমিত আয়ের লোকদের সংখ্যা যেখানে বেশী, সেখানে তাদের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ব্যাপারটি অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এই দিকটি সেভাবে বিবেচনা করা হয়নি। যার দরুন আমরা দেখতে পাই, স্বাধীনতার পরে রাজধানীতে ৬/৭ গুণ লোক বাড়লেও সরকারী উদ্যোগে প্রাথমিক অথবা হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার তেমন কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। এতে রাজধানীর দরিদ্র ও সীমিত আয়ের লোকদের লেখাপড়ার সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

সরকার যেখানে শিক্ষাকে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষাকে এতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন, সেখানে ছাত্র ভর্তি নিয়ে এহেন সমস্যার ব্যাপারটিকে কোনক্রমেই মেনে নেয়া যায় না। আমরা বরাবর যে সমস্যা দেখে এসেছি এখন আর তা দেখতে চাই না। কারণ, অশিক্ষার অভিশাপ থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্যে সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। এসব কার্যক্রমের সফলতা প্রায় পুরোপুরিভাবেই নির্ভর করছে শিক্ষাদানের সুযোগের ওপর। প্রতিবছর স্কুলে ছাত্র ভর্তি করা নিয়ে যদি আমাদের এভাবে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় তাহলে শিক্ষাদানের সুযোগ ব্যাহত হবেই এবং এতে করে দেশের তাবৎ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার মহৎ উদ্দেশ্যও বানচাল হয়ে যাবে। তাই আমরা মনে করি, রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সকল এলাকায় শিক্ষা বর্ষের শুরুতে ছাত্র ভর্তি নিয়ে যে সমস্যার উদ্ভব হয় তা জরুরীভিত্তিতে দূর করতে হবে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে নতুন প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাসহ প্রথম শ্রেণীর সকল সরকারী ও বেসরকারী হাই স্কুলে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, ডবল শীফট চালু করার ব্যবস্থা এবং সেই সাথে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাসের মাধ্যমে অখ্যাত স্কুলগুলোর শিক্ষার মান উন্নত করার ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া দরকার।